রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারী ২৮, ১৯৯০

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ই মাঘ, ১৩৯৬/২৫শে জানুয়ারী, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ৩৭-আইন/৯০—Water Supply and Sewerage Authority Ordinance, 1963 (E. P. Ord. XIX of 1963) এর Section 27 এর সহিত পঠিতব্য এবং Section 53 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Dhaka Water Supply and Sewerage Authority, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ।— (১) এই প্রবিধানমালা ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা অথরিটির সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার ২য় অধ্যায়ের বিধানাবলী ব্যতীত অন্যান্য বিধানবলীর কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্ত বা ক্ষেত্রমত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে উক্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "অথরিটি" বলিতে অধ্যাদেশের Section 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠান Dhaka Water Supply And Sewerage Authority কে বুঝাইবে ;



মূল্য ঃ টাকা ৪·২০

(খ) "অধ্যাদেশ" বলিতে Water Supply And Sewerage Ordinance, 1963 (E. P. Ord. XII of 1963) কে বুঝাইবে ;

(গ) "অসদাচরণ" বলিতে চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ,

(২) কর্তব্যে অবহেলা,

(৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অথরিটির কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, ও

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ ;

(ঘ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে অথরিটি কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে ;

(ঙ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(চ) "কর্মকর্তা" বলিতে অথরিটির কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে ;

(ছ) "কর্মচারী" বলিতে অথরিটির স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে, এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

(জ) "তফসিল" বলিতে এই প্রবিধানমালার তফসিলকে বুঝাইবে ;

(ঝ) "চেয়ারম্যান" অর্থ অথরিটির চেয়ারম্যান ;

(ঞ) "ডিগ্রী" বা "ডিপ্লোমা" বা "সার্টিফিকেট" বলিতে ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে ;

(ট) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে অথরিটিকে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য অথরিটি কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ঠ) "পদ" বলিতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাইবে ;

(ড) "পলায়ন" বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় যাবৎ কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং ত্রিশ দিন বা তদূর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করা অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে ;

(ঢ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" বলিতে কোন পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতাকে বুঝাইবে ;

(ণ) "বাছাই কমিটি" বলিতে প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটিকে বুঝাইবে ;

(ত) "স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" বলিতে এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অথরিটি কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনষ্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে ;

(থ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অথরিটি কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(দ) "স্বীকৃত বোর্ড" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে এবং, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অথরিটি কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন শিক্ষা বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**— (১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথা:-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে,

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে,

(গ) প্রেষণে,

(ঘ) খন্ডকালীন ভিত্তিতে,

(২) কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে নির্ধারিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে না।

৪। **বাছাই কমিটি।**— কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে, অথরিটি এক বা একাধিক বাছাই কমিটি নিয়োগ করিবে।

৫। **সরাসরি নিয়োগ।**— (১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন,

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে অথরিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা-পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়ন করেন,

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব-কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, অথরিটির চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া পূরণ করা হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে অথরিটি কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

৬। **শিক্ষানবিসি।**— (১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিসি থাকিবেন তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং অথরিটি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) পাশ করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**— (১) প্রবিধান ১৬ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগের কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনাক্রমে নিয়োগ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৮। **প্রেষণে নিয়োগ।**— তফসিলের বিধানমালা সাপেক্ষে, কোন পদে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে, অথরিটি এবং সরকার বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরস্পরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাধীনে নিয়োগ করিতে পারিবে।

৯। **খণ্ডকালীন নিয়োগ।**— তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে খণ্ডকালীন নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নিয়োগদান করিতে পারিবে।

৯(ক)। **প্রধান প্রকৌশলী ও বাণিজ্যিক মহা-ব্যবস্থাপক এর নিয়োগ।**— এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহাই থাকুকনা কেন, প্রধান প্রকৌশলী ও বাণিজ্যিক মহা-ব্যবস্থাপক এর নিয়োগের ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের Section 26(1) অনুসারে সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে।

## ৩য় অধ্যায়

## চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

১০। **যোগদানের সময়।**— (১) এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, একই পদে এ বা কোন নূতন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন, এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবেনা।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, যে ক্ষেত্রে বদলীর ফলে বদলীকৃত কর্মচারীকে তাহার নূতন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হয় না সে ক্ষেত্রে নূতন কর্মস্থল এ যোগদানের জন্য এক দিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না, এবং এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে, অথবা চাকরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকরীস্থল হইতে অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন সেই স্থান হইতে, যাহা উক্ত কর্মচারীর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হয়, তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী এক চাকরীস্থল হইতে অন্য চাকরীস্থলে, বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তবর্তীকাল সময়ে, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে, তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলীর ব্যাপারে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের বিধানাবলী অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে সে ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১১। বেতন ও ভাতা।—সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

১২। প্রারম্ভিক বেতন।—(১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময় উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদিগকে বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করে তদনুসারে অথরিটির কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১৩। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।— কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৪। বেতন বর্ধন।— (১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আদেশে, সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিস কাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য চেয়ারম্যান কোন কর্মচারীকে এক সংগে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতা সীমার অব্যবহিত উপরে বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না, এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম দক্ষতা-সীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৫। জ্যেষ্ঠতা।— (১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে এক বা একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকাভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে, সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) অথরিটি ইহার কর্মচারীদের গ্রেড-ওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, অথরিটির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৬। পদোন্নতি।— (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) সংশোধিত নূতন বেতন স্কেলের টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ ও তদূর্ধ বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা-তথা-জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, পালা অতিক্রম করতঃ জ্যেষ্ঠতর পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৭। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**।—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, অথরিটি যদি মনে করে যে উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন, সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইল অথরিটি এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার পরস্পরের মধ্যে সম্মত মেয়াদ ও শর্তাধীনে উক্ত সংস্থার কোন পদে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা অথরিটি এর কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে উক্ত সংস্থা তৎসম্পর্কে অথরিটিকে অবহিত করিবে এবং অথরিটি উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না ;

(খ) অথরিটির চাকুরীতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের মেয়াদ অন্তে, অথবা উক্ত মেয়াদের পূর্বে, ইহার অবসান ঘটিলে, তিনি অথরিটিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন ;

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তাহার ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন, যদি থাকে, বাবদ প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে ;

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি অথরিটিতে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা যোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয়টি অন্যান্যদের সংগে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে অথরিটিতে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মকর্তা প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অথরিটিতে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে, উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা উক্ত পদে তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রেষণে থাকাকালে উক্ত কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়াই next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে তবে এইরূপ পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে থাকাকালে পদোন্নতি জড়িত কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কিনা তাহা অথরিটি উক্ত সংস্থার পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্থির করিবে।

(৭) শৃংখলাজনিত ব্যাপারে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, তাহার উপর কোন দণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ অথরিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## ছুটি, ইত্যাদি

১৮। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি**।—(১) কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি পাইবেন, যথাঃ—

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি ;

(খ) অর্ধ বেতনে ছুটি ;

(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি ;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ;

(ঙ) সংগরোধ ছুটি ;

(চ) প্রসূতি ছুটি ;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি, এবং

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং ইহা সাধারণ বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) অথরিটির পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

১৯। **পূর্ণ বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য একৃকালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে, তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে ; ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন, বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্যে, উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

২০। **অর্ধ-বেতনে ছুটি**।— (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে এক দিনের পূর্ণ বেতনে ছুটির হারে অর্ধ বেতনে ছুটিকে পূর্ণ বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং এইরূপে রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনে বার মাস।

২১। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি**।—(১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত, অর্ধ বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি উক্ত ভোগকৃত ছুটির সমান ছুটি পাইবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীন কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২২। **বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি।**—(১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি না থাকে, বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথাঃ—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি অথরিটিতে চাকুরী করিবেন, অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এইমর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

২৩। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।**—(১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যায়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, উক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরণের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে, অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাব গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা যাইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) উপ-প্রবিধান (৫)-এর অধীনে মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চারি মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ-বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২৪। **সংগরোধ ছুটি**।— (১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য এইরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসাকর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ ২১ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থার অনূর্ধ ৩০ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সংগরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২)-এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৫। **প্রসূতি ছুটি**—(১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা উহা প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) অথরিটিতে কোন কর্মচারীর সম্পূর্ণ চাকুরী জীবনে তাহাকে দুই বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৬। **অবসর প্রস্তুতি ছুটি**।—(১) কোন কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ বেতনে অবসর প্রস্তুতি ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসর বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবসর প্রস্তুতি ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাইবেন।

২৭। **অধ্যয়ন ছুটি**।—(১) অথরিটিতে তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে, এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারে।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৮। **নৈমিত্তিক ছুটি**।—সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৯। **ছুটির পদ্ধতি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি, আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে, উক্ত কর্মচারীকে অনূর্ধ ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

৩০। **ছুটিকালীন বেতন**।— (১) কোন কর্মচারী পূর্ণবেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ-বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো।**—ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইবে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য প্রবিধান ৩৩ অনুসারে তিনি ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩২। **ছুটির নগদায়ন।**—যে কর্মচারী অবসর ভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অবসর জনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রবিধান ৫৪ এর অধীনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালে প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত বা অভোগকৃত ছুটির ৫০% ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন ; তবে এইরূপ রূপান্তরিত টাকার মোট পরিমাণ তাহার বার মাসের বেতন অপেক্ষা বেশী হওয়া চলিবে না।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## ভ্রমণ-ভাতা, ইত্যাদি

৩৩। **ভ্রমণ-ভাতা।**— অথরিটির কোন কর্মচারী তাহার দায়িত্ব পালনার্থ বা বদলীর উপলক্ষে ভ্রমণ কালে যে ভ্রমণ-ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবেন উহার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে, এবং যে পর্যন্ত উক্তরূপ প্রবিধান প্রণীত না হয় সে পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। **সম্মানী, ইত্যাদি।**—(১) অথরিটি উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ সেবার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য গেদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত না হইলে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না।

৩৫। **দায়িত্ব ভাতা।**— কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহাকে মূল বেতনের শতকরা ২০ ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে।

৩৬। **উৎসব ভাতা ও বোনাস।**—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক অথরিটির কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৭। **চাকরীর বৃত্তান্ত।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকরীর বৃত্তান্ত পৃথক পৃথকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরী বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে বিলিবদ্ধ বিষয়টি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি দেখিবার সময় উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণ-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করেন, তা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি গোচর করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৮। বার্ষিক প্রতিবেদন।—(১) অথরিটি ইহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের সম্পাদিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে ; এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে অথরিটি ইহার কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

## সপ্তম অধ্যায়

## সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৯। আচরণ ও শৃঙ্খলা।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন,

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন, এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত অথরিটি এর চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং অথরিটির স্বার্থের পরিপন্থি কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না ;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না ;

(গ) অথরিটির সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না ;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না ;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন না ;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী অথরিটি এর নিকট বা উহার কোন সদস্যের নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না; কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে অথরিটি বা উহার কোন সদস্যের বা কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ-সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী বা সরকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী অথরিটির বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৪০। দন্ডের ভিত্তি।—কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী,—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন, অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন, অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথাঃ—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন, অথবা

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন, অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা

(ছ) অথরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কোন কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ অথরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দন্ড আরোপ করিতে পারে।

৪১। দণ্ডসমূহ।—(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নরূপ দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথাঃ—

(ক) নিম্নরূপ লঘু দণ্ড, যথাঃ—

(অ) তিরস্কার,

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা;

(ই) অনূর্ধ ৭ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;

(খ) নিম্নরূপ গুরুদণ্ড, যথাঃ—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত অথরিটির আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে নহে বরং চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে অথরিটির চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) প্রবিধান ৪০(ছ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য কোন প্রকার ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অথরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ দেওয়া সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন কোন কার্যধারার তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদ-মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪৩। **লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্য দিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ৎ যদি কিছু থাকে বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ৎ পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্য দিবসের মধ্যে সমগ্র কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ, যথাযথ মনে করিলে, কৈফিয়ত পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদনযোগ্য সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবে; কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তবে তিনি তদন্তের আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন এবং আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষ অনুরোধটি বিবেচনার পর যথাযথ মনে করিলে অতিরিক্ত পনেরটি কার্য দিবসের জন্য উক্ত সময় বৃদ্ধি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পনেরটি কার্য দিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা, প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত আদেশের তারিখ হইতে পনেরটি কার্য দিবসের মধ্যে এইরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৩) অধিকতর তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিশটি কার্য দিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে এই প্রবিধানের অধীনে অবহিত করার তারিখ হইতে নব্বইটি কার্য দিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তদানুসারে উক্ত কার্যক্রমে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইহার জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে, তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে এই প্রবিধানমালার অধীনে কার্য ধারা সূচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যে ক্ষেত্রে প্রবিধান ৪০ এর দফা (ক) বা (খ) বা (ঘ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কর্মধারা সূচনা করিতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার দন্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করতঃ, দন্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারে ; তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দন্ড আরোপ করা যাইবে, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমানিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দন্ড আরোপ করিতে হইবে।

৪৪। গুরুদন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদন্ড আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহা কর্মচারীকে অবহিত করিবে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্য দিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) (খ) তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমানসহ তাহার লিখিত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্য ধারা নিষ্পত্তি হইবে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে দন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘু দন্ড প্রদান করিতে পারিবে, অথবা লঘু দন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪৩ এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে ;

(গ) উক্ত কার্য ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরু দন্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বা বর্ণিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময় সীমা বা বর্ণিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে দশটি কার্য দিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি, নিয়োগের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত-প্রতিবেদন পেশ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য তদন্তের আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতে পারেন ; এবং আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষ, উক্ত অনুরোধ বিবেচনা করিয়া, প্রয়োজন মনে করিলে, অনূর্ধ ত্রিশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচন করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত কর্মচারীর উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর একশত আশিটি কার্য-দিবসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে আপনা হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি বা তাহারা ইহার কৈফিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হয়, তবে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৯) এই প্রবিধানের অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিসংগত কারণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(১০) এইরূপ সকল তদন্ত-কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৫। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্য-প্রণালী**ঃ—(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া, উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবেন না :

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ স্বীকার করেননি সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য শুনানীও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলের সাক্ষ্য বিবেচনা করা হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার এবং তিনি নিজে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার তলবকৃত সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন ক্রমেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে তলব করিতে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগ ও উহার সমর্থনে অন্যান্য সকল বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতেছেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন ; এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ উক্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৪০(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে তদন্তের আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কি না তাহা উল্লেখ পূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে এক-জন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয় তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৬। **সাময়িক বরখাস্ত**।—(১) প্রবিধান ৪০ ও ৪১ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরু দন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রবিধান ৪৪ এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোন আদালতে বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর, মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা আদালতের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ [কারাগারে সোপর্দ অর্থে হেফাজতে (Custody) রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে] কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৭। **পুনর্বহাল**।—(১) যদি প্রবিধান ৪২(১)(ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **ফৌজদারী মামলা ইত্যাদিতে আবশ্যক কর্মচারী।**—ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা উক্ত সোপর্দ থাকাকালে অন্যান্য ভাতাদি (খোরাকী ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি, এবং উক্ত ঋণ বা অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পর সমন্বয় সাধন করা হইবে। তিনি অভিযোগ হইতে খালাস পাইলে অথবা ঋণের দায়ে কারাবাসের ক্ষেত্রে উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্তরূপে প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশকারী কর্তৃপক্ষ সেইমর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবেনা।

৪৯। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**— (১) কোন কর্মচারী অথরিটি কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে যে আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে সেই কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশ দান করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা—

(ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা,

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত কিনা,

(গ) আরোপিত দন্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, আপীল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে সেই আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে অথরিটি বা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ হিসাবে দন্ড আরোপ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা চলিবে না তবে এ দন্ডাদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উহার উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্তে উহার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত প্রাসংগিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।

৫০। **আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা।** যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা ক্ষেত্রমত পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপীল কর্তৃপক্ষ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ মেয়াদ উক্ত তিন মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কোন আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

৫১। **আদালতে বিচারধীন কার্যধারা।**— (১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দন্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Government Servants (Special Provision) Ordinance, 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মচারীকে এই বিধিমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীনে কোন কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে যে রূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ দন্ড প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ দন্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবেনা এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অথরিটির অথবা অথরিটি নিজেই কর্তৃপক্ষ হইলে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

## অষ্টম অধ্যায়

## অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৫২। **ভবিষ্য তহবিল।**— (১) অথরিটি উহার কর্মচারীগণের জন্য একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী এবং অথরিটি সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিবে এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত Contributary Provident Fund Rules, 1979 প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, এই প্রবিধানের অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তহবিলে উক্তরূপ প্রবর্তনের পূর্বে চাঁদা প্রদান ও উহা হইতে অগ্রিম প্রদানসহ গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। **আনুতোষিক**।— (১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথাঃ—

(ক) যিনি অথরিটিতে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরীর অবসান ঘটান হয় নাই ;

(খ) কমপক্ষে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন ;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথা—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাটাই হইয়াছেন ;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত করা হইয়াছে, অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকা কালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে একশত বিশটি কার্যদিবস বা তদূর্ধ কোন সময়ের চাকুরীর জন্য এক মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন, এবং ফরমটি উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে মনোনয়ন পত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন এবং এইরূপ বাতিল করিলে তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যু বরণ করিলে তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫৪। **অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি।**— (১) অথরিটি সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময় সময় জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিকল্প চালু করা হইলে প্রত্যেক কর্মচারী অথরিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার জন্য উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে ইচ্ছা প্রকাশকারী কোন কর্মচারী উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সময় অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারী হইয়া থাকিলে—

(ক) উক্ত তহবিলে তাহার প্রদত্ত ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে ;

(খ) অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ অথরিটি ফেরত পাইবে এবং অথরিটি উক্ত চাঁদা ও সুদ উহার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসর ভাতা পরিকল্পে বা অন্য কোন খাতে ব্যবহার করিতে পারিবে ;

(গ) অথরিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তাহার পূর্বতন চাকুরীকাল অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনা যোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে।

## নবম অধ্যায়

## অবসর গ্রহণ, চাকুরীর অবসান ইত্যাদি

৫৫। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**— অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। **চাকুরীর অবসান।**— নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপে চাকুরীর অবসানের কারণে শিক্ষানবিস কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

৫৭। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি।**— (১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং ঐরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি অথরিটিকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখ পূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি অথরিটিকে তাহার এক মাসের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি অথরিটির চাকুরীতে ইস্তফা দান করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফা দানের অনুমতি দিতে পারে।

## দশম অধ্যায়

## বিবিধ

৫৮। **অসুবিধা দূরীকরণ।**— যে ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে অথরিটি সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে অথরিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫৯। **রহিত করা ইত্যাদি।**— (১) এতদ্দ্বারা Dacca Water Supply and Sewerage Authority (Service Regulation), 1969 রহিত করা হইল।

(২) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিত Regulation এর অধীনে কোন বিষয় নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব এই প্রবিধানমালা অনুসরণে নিষ্পত্তি করা হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) নূরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান।

## তফসিল

[প্রবিধান ২(জ) দ্রষ্টব্য]

অংশ 'ক'

| ক্রঃ নং | পদের নাম | নিয়োগের পদ্ধতি সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি/প্রেষণে/বদলী। | সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা। | নিয়োগের যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | প্রধান প্রকৌশলী | *পদোন্নতি/প্রেষণে | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল্য এ, এম, আই, ই, (পার্ট এ এণ্ড বি) বিশেষ করিয়া সেনিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং। তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ন্যুনপক্ষে ১৮ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।<br>প্রেষণের ক্ষেত্রে: অনুরূপ বা সমপদে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। |
| ২ | তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে ন্যুনপক্ষে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৩ | নির্বাহী প্রকৌশলী | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ন্যুনপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | পদোন্নতি | | | সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ৪ বৎসরের সন্তোষজনক বিরতিহীন চাকুরী। |
| ৫ | সহকারী প্রকৌশলী ৩৩% | সরাসরি নিয়োগ : ৬৭% পদোন্নতি : ৩৩% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান হইত সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি, এস, সি/এ, এম, আই, ই (পার্ট এ এণ্ড বি) বা সমমানের স্বীকৃত ডিগ্রী। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী/এষ্টিমেটর হিসাবে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৬ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। |
| ৭ | এষ্টিমেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। |
| ৮ | মাইক্রোবায়োলজিষ্ট | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | বয়স সীমা অনুর্ধ ৩৫ বৎসর। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | সহকারী মাইক্রোবায়োলাজষ্ট হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ : | ন্যূনপক্ষে মাইক্রোবায়োলজিতে ২য় শ্রেণীর এম, এস, সি, অথবা মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর বি, এস, সি, এবং অনুরূপ বা সমপদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |

*প্রত্যেক প্রকৌশলী নিয়োগের বিষয়ে সরকারের পূর্ব অনুমোদন লাগিবে।

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯ | সহকারী মাইক্রোবায়োলজিষ্ট | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | মাইক্রোবায়োলজি/বায়োকেমিষ্ট্রিতে ন্যূনপক্ষে ২য় শ্রেণীর এস, এস, সি, অথবা মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্সসহ ন্যূনপক্ষে ২য় শ্রেণীর বি, এস, সি। |
| ১০ | রসায়নবিদ | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী রসায়নবিদ হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | রসায়ন/জৈব রসায়নে ন্যূনপক্ষে ২য় শ্রেণীর এস, এস, সি, অথবা অনার্সসহ ন্যূনপক্ষে ২য় শ্রেণীর বি, এস, সি। |
| ১১ | সহকারী রসায়নবিদ | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | রসায়ন/জৈব রসায়নে ২য় শ্রেণীর বি, এস, সি। |
| ১২ | পরিবহন কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী<br>অথবা<br>মেকানিক্যাল/অটোমোবাইল অথবা ইকুইপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা<br>অথবা<br>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩ | যোগাযোগ কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | পাওয়ার/ইলেকট্রক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা।<br>অথবা<br>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। |
| ১৪ | ফোরম্যান (অটো) | পদোন্নতি: ৫০%<br>সরাসরি ৫০%<br>নিয়োগ: | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী ফোরম্যান/মেকানিক (অটো) হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ডিজেল অথবা পেট্রোল যানবাহন মেরামত কাজে ৮ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | কোন স্বীকৃত টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান হইতে অটো ট্রেড কোর্স পাশসহ এস, এস, সি। অনুরূপ ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ১৫ | ফোরম্যান (ইলেকঃ) | পদোন্নতি: ৫০%<br>সরাসরি ৫০%<br>নিয়োগ: | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী ফোরম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ মটর, ষ্টার্টার, ইলেকট্রিক্যাল সাব-ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি মেরামত কাজে ৮ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | (ক) স্বীকৃত টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স পাশসহ এস, এস, সি।<br>(খ) সরকারী ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড হইতে এ, বি, সি, লাইসেন্স-প্রাপ্ত। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ | ফোরম্যান (মেকাঃ) | পদোন্নতিঃ ৫০%<br>সরাসরি ৫০%<br>নিয়োগ : | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স-সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : সহকারী ফোরম্যান, মেকানিক হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প, রোটারী পাম্প, রেসিপ্রোকেটিং পাম্প ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ৮ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।<br><br>সরাসরি নিয়োগ : (ক) কোন স্বীকৃত টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে মেকানিক্যাল ট্রেড কোর্স পাশ সহ এস, এস, সি, পাশ।<br><br>(খ) টারবাইন পাম্প এবং সাবমারসেবল পাম্প স্থাপনে বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ১৭ | সহকারী ফোরম্যান। | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স-সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : (ক) ৮ম শ্রেণী পাশ। কোন সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্রেড কোর্স পাশ। অটোমোবাই ওয়ার্কশপে ৫ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা।<br><br>(খ) ৮ম শ্রেণী পাশ। কোন সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ট্রেড কোর্স পাশ। ওয়ার্কশপে ৫ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮ | কানুনগো | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এস, এস, সি-সহ ডিপ্লোমা-ইন-সার্ভে। সার্ভেয়ার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ১৯ | ওয়ারলেস অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ওয়ারলেস পরিচালনায় প্রশিক্ষণসহ বিজ্ঞান বিভাগে এইচ, এস' সি, অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেনাবাহিনী/পুলিশ/বিডি-আর এর প্রাক্তন সদস্য এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি, পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। |
| ২০ | ল্যাবরেটরী সহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | বি, এস, সি। |
| ২১ | ক্রেন অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী মানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। সরকারী যানবাহন চালনার লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং ক্রেন অপারেশনে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ২২ | ড্রাফটসম্যান | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এস, এস, সি-সহ কোন স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট হইতে ডিপ্লোমা/ড্রাফটসম্যানশীপ ট্রেড কোর্স পাশ। |
| ২৩ | পয়ঃ পরিদর্শক | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এইচ, এস, সি, পাশ। পয়ঃ পদ্ধতি তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৪ | ফিল্টার-ইন-চার্জ | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | এস, এস, সি, পাশ। ফিল্টার প্লান্টের কাজে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | ৮ম শ্রেণী পাশ। ফিল্টার অপারেটিং কাজে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ২৫ | ফিল্টার অপারেটর | পদোন্নতি: ৫০% সরাসরি ৫০% নিয়োগ। | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী ফিল্টার অপারেটর পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে ফিল্টার অপারেশন ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ২৬ | ফিল্টার সহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | স্বীকৃত টেকনিক্যাল সেন্টার হইতে ট্রেড কোর্স পাশসহ এস, এস, সি,। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টে ফিল্টার অপারেশনে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। |
| ২৭ | পাইপ লাইন পরিদর্শক | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | পাইপ লাইন মিস্ত্রী হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি। পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন পদ্ধতি তত্ত্বাবধানে কমপক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ২৮ | পাইপ লাইন মিস্ত্রী | পদোন্নতি/ সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী পাইপ লাইন মিস্ত্রী হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | ৮ম শ্রেণী পাশ। সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় সহকারী পাইপ লাইন মিস্ত্রী হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। প্লাম্বিং ট্রেড কোর্স (দুই বৎসর মেয়াদী) পাশ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। |
| ২৯ | সহকারী পাইপ লাইন মিস্ত্রী | সরাসরি নিয়োগ: ৬৭% পদোন্নতি : ৩৩% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ | ট্রেড কোর্স পাশসহ ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | ৮ম শ্রেণী পাশ। ৪র্থ গ্রেডে ৩ বৎসরের চাকুরীসহ অনুরূপ ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ৩০ | মেকানিক(অটো) | পদোন্নতি/ সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের সময় সময় জন্য নিধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী অটোমেকানিক পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ: | (ক) স্বীকৃত টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে অটো মেকানিক্স-এ (পেট্রোল ও ডিজেল ট্রেড কোর্স পাশ। |
| | | | | | (খ) এস,এস,সি,। অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ যন্ত্রপাতি মেরামতে কমপক্ষে ৫ বৎসরে অভিজ্ঞতা। |
| ৩১ | মেকানিক(পাম্প) | পদোন্নতি/ সরাসির নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগ | সহকারী মেকানিক্স (পাম্প) পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। সেন্টিফিউগ্যাল পাম্প মেরামত অভিজ্ঞতাসহ ট্রেড কোর্স পাশ এবং অনুরুপ ক্ষেত্রে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ এসএস,সি। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | সহকারী মেকানিক | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | ট্রেড কোর্স পাশসহ ৮ম শ্রেণী পাশ। ওয়ার্কশপের কাজে দুই বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ৩৩ | সার্ভেয়ার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | কোন স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট হইতে সার্ভে কোর্স পাশসহ এস,এস, সি। |
| ৩৪ | মেশিনিষ্ট | পদোন্নতি: ৫০% সরাসরি ৫০% নিয়োগ: | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সরাসরি নিয়োগ: | সহকারী মেশিনিষ্ট পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট হইতে ট্রেড কোর্স পাশসহ এস,এস, সি। অনুরূপ ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ৩৫ | সহকারী মেশিনিষ্ট | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট হইতে ট্রেড কোর্স পাশসহ এস, এস, সি পাশ অথবা ট্রেড সার্টিফিকেট-ধারী অনুরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| ৩৬ | জেনারেল অপারেটর | পদোন্নতি: ৫০% সরাসরি ৫০% নিয়োগ: | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধরিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সরাসরি নিয়োগ: | সহকারী পাম্প অপারেটর বা অনুরূপ ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ট্রেড এপ্রেন-টিজশীপ সার্টিফিকেটসহ এস,এস, সি। |
| ৩৭ | পাম্প অপারেটর | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সরাসরি নিয়োগ: | শিক্ষানবীশ পাম্প চালক হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। পাম্প, ইলেকট্রিক মটর, ইন্টারন্যাল কমিনউশন, ইঞ্জিন চালনায় ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এইচ, এস, সি। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৮ | শিক্ষানবিশ পাম্প চালক | সরাসরি ৫০% নিয়োগ : পদোন্নতি : ৫০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | পাম্প ইন্টারন্যাল কম্বারশান ইন্জিন চালনায় কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি (বিজ্ঞান)। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | এস এস সি পাশ। চতুর্থ গ্রেডের কর্মচারী অনুরূপ ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ৩৯ | সুয়ার ক্লিনিং ট্রাক অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। ভারী যানবাহন চালনার লাইসেন্স প্রাপ্ত। অনুরূপ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা। |
| ৪০ | ইলেকট্রিশিয়ান (অটো) | পদোন্নতি : ৫০% সরাসরি ৫০% নিয়োগ : | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | সরকারী ইলেকট্রিশিয়ান (অটো) হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ : | স্বীকৃত টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে অটো ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স পাশ। অনুরূপ ক্ষেত্রে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ৪১ | সহকারী অটো-ইলেকট্রিশিয়ান | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ট্রেড সার্টিফিকেটসহ অনুরূপ ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। |
| ৪২ | ইলেকট্রিশিয়ান (জেনারেল) | পদোন্নতি : ৫০% সরাসরি ৫০% নিয়োগ : | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | এ বি সি লাইসেন্সধারী। সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| | | | | সরাসরি নিয়োগ : | স্বীকৃত ইলেকট্রিক্যাল ফার্মে মটর রিপেয়ার-এর ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি উইনডিং কাজে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি এবং ইলেকট্রিক লাইসেন্সিং বোর্ড হইতে বি, সি, লাইসেন্সধারী। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৩ | সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড হইতে 'সি' শ্রেণীর লাইসেন্সসহ ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| ৪৪ | রড মেশিন ড্রাইভার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। অনুরূপ ক্ষেত্রে কম-পক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ৪৫ | ফিটার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। ট্রেড সার্টিফিকেটসহ অনুরূপ ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ৪৬ | পি এ বি এক্স অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এইচ, এস, সি,। পি এ বি এক্স অপারেটর/ টেলিফোন অপারেটর হিসাবে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। উচ্চতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা এস এস, সি, পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। |
| ৪৭ | ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এইচ, এস, সি। অনুরূপ ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ৪৮ | ট্রেসার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ট্রেড কোর্স পাশ সহ সরকারী/আধা-সরকারী/খ্যাতি সম্পন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৯ | লিফট অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এস, এস, সি এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ৮ম শ্রেণী পাশ এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ৫০ | নমুনা সংগ্রহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | বিজ্ঞান বিভাগে এস, এস, সি। ক্লোরিনের উপাদান পরীক্ষায় পানির নমুনা সংগ্রহ কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ৫১ | ওয়েলডার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ট্রেড সার্টিফিকেট সহ ওয়েলডার হিসাবে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| ৫২ | উইনডার | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | সহকারী উইনডার পদে ৫ বৎসরের চাকুরী। |
| ৫৩ | সহকারী উইনডার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ট্রেড কোর্স পাশ সহ ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| ৫৪ | পেইন্টার | পদোন্নতি/ সরাসরি নিয়োগ। | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | পদোন্নতি ক্ষেত্রে : সরাসরি নিয়োগ : | সহকারী পেইন্টার পদে ৫ বৎসরের চাকুরী।<br>৮ম শ্রেণী পাশ। কোন স্বীকৃত ফার্ম এ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। |
| ৫৫ | সহকারী পেইন্টার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ট্রেড সার্টিফিকেট সহ ৮ম শ্রেণী পাশ। ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | ৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৬ | ডেন্টার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ট্রেড কোর্স পাশ সহ ন্যূনপক্ষে ৮ম শ্রেণী শ্রেণী পাশ। অনুরূপ ক্ষেত্রে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।<br>অথবা<br>খ্যাতিসম্পন্ন ফার্মে অনুরূপ ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| ৫৭ | এমোনিয়া ব্লু-প্রিণ্ট অপারেটর। | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ব্লু-প্রিণ্ট মেশিন চালনায় জ্ঞানসহ এস, এস, সি। |
| ৫৮ | মেশন | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট হইতে ট্রেড কোর্স পাশ-সহ ৮ম শ্রেণী পাশ। উচ্চতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। |
| ৫৯ | ক্রেন হেলপার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ অনুরূপ ক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা। |
| ৬০ | ওজনদার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। অনুরূপ ক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা। |
| ৬১ | আউটফল হেলপার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। অনুরূপ ক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬২ | চেইনম্যান | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কতৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। অনুরূপক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা। |
| ৬৩ | সুয়ার ক্লিনার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি। |
| ৬৪ | হেলপার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। ভাল স্বাস্থ্যে অধিকারী। |
| ৬৫ | ভলকানাইজার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এস, এস, সি, পাশ। টায়ার টিউব ভলকানাইজিং কাজে ব্যবহৃত মেশিন সম্পর্কে জ্ঞান থাকিতে হইতে। উচ্চতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাশ পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। |
| ৬৬ | এল ডি এ-কাম-কমপ্লেইন এটেনডেন্ট। | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কতৃক অনুরূপ পদের জন্যও সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এইচ, এস, সি পাশ। অনুরূপ কাজে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ৬৭ | টেকনিশিয়ান | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কতৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | অনুরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসহ বিজ্ঞান বিভাগে এইচ, এস, সি। |
| ৬৮ | (ক) ষ্টোর কিপার<br>(ছ) এল ডি এ-কাম-ষ্টোর-কিপার/ষ্টোর এসিসটেন্ট | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কতৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এইচ, এস, সি, পাশ। |
| ৬৯ | কার্পেন্টার | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | সহকারী কার্পেন্টার পদে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭০ | সহকারী কার্পেন্টার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | ট্রেড কোর্স পাশ। |
| ৭১ | ষ্টেনোগ্রাফার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ১০০ ও শব্দ এবং বাংলায় ৮০ ও ২৫ শব্দ যথাক্রমে শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিং স্পীডসহ গ্রাজুয়েট। |
| ৭২ | ইউ, ডি, এ | সরাসরি নিয়োগ: ৫০% পদোন্নতি: ৫০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | স্নাতক ডিগ্রী। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | এল ডি এ-কাম-টাইপিষ্ট। রাজস্ব পরিদর্শক পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ৭৩ | এল ডি এ-কাম-টাইপিষ্ট | সরাসরি ৮০% নিয়োগ: পদোন্নতি: ২০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি, পাশসহ প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ৩০ শব্দ এবং বাংলায় ২৫ শব্দের টাইপিং স্পীড। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | এইচ, এস, সি, পাশসহ চতুর্থ গ্রেডের পদে ২ বৎসরের চাকুরী। প্রতি মিনিটে ইংরেজী ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দের টাইপিং স্পীড। |
| ৭৪ | এম, এল, এস, এস | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | ৮ম শ্রেণী পাশ। |

তফসিল

[প্রবিধান ২(জ) দ্রষ্টব্য]

অংশ 'খ'

| ক্রমিক নং | পদের নাম | নিয়োগের পদ্ধতি সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি প্রেষণে/বদলী। | সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা | নিয়োগের যোগ্যতা | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
| ১ | বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক | সরাসরি নিয়োগ/ পদোন্নতি/প্রেষণে। | অনূর্ধ্ব ৪৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: | (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য/অর্থনীতি, ব্যবসা প্রশাসনে অনার্সসহ অন্ততঃপক্ষে ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী অথবা চার্টার্ড একাউন্টেট। |
| | | | | | (খ) খ্যাতি সম্পন্ন বাণিজ্যিক/শিল্প/ স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-সরকারী/সরকারী সংস্থায় নির্বাহী পদে ১৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের বেলায় নির্বাহী পদে ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা পদে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১৮ বৎসরের প্রথম শ্রেণীর চাকুরী। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | প্রেষণের ক্ষেত্রে : | অনুরূপ বা সমপদে/কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| ২ | প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | অনূর্ধ্ব ৪০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : | ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট।<br>অথবা<br>অন্ততঃপক্ষে ২য় শ্রেণীর এম, কম হিসাবে কোন সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের ১ম শ্রেণীর চাকুরী।<br>অথবা<br>কমার্স গ্রাজুয়েট। সরকারী অথবা খ্যাতি সম্পন্ন বাণিজ্যিক ফার্মে একাউন্টস অফিসের প্রধান হিসাবে ১৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/সিনিয়র অডিট অফিসার পদে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৩ | প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা | পদোন্নতি/প্রেষণে | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | প্রেষণের ক্ষেত্রে : | অনুরূপ বা সমপদে/কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪ | উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা। | পদোন্নতি | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা। অডিট অফিসার হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী সহ ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৫ | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ : ৬৭% পদোন্নতি : ৩৩% | অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | বাণিজ্য বিভাগে/হিসাব/ফাইনান্স এ ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। হিসাব রক্ষক/অডিটর হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৬ | হিসাব রক্ষক | সরাসরি নিয়োগ : ৫০% পদোন্নতি : ৫০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। হিসাব বিভাগে ইউ, ডি, এ, পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ৭ | অডিটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। |
| ৮ | উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা | পদোন্নতি | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৯ | রাজস্ব কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ ৬৭% পদোন্নতি : ৩৩% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স-সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। রাজস্ব তদারককারী হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১০ | রাজস্ব তদারককারী | সরাসরি নিয়োগ ৫০% | অনূর্ধ ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: কমপক্ষে গ্রাজুয়েট। জরিপ। কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রহ কাজে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। মাষ্টার ডিগ্রীধারীদের বেলায় অভিজ্ঞতা ২ বৎসরের শিথিলযোগ্য। |
| | | পদোন্নতি: ৫০% | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: ইউ, ডি, এ, পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। পরিসংখ্যান সহকারী যাহাদের ৫ বৎসরের চাকুরী হইয়াছে তাহারা অপশন দিয়া পদোন্নতির জন্য তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে। |
| ১১ | ইউ, ডি, এ | সরাসরি নিয়োগ ৫০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: স্নাতক ডিগ্রী। |
| | | পদোন্নতি: ৫০% | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: এল-ডিএ-কাম-টাইপিষ্ট। রাজস্ব পরিদর্শক পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ১২ | অফিস তত্বাবধায়ক | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: ইউ, ডি, এ, হিসাবে ১০ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ১৩ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ ৬৭% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: অনার্সসহ ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। |
| | | পদোন্নতি: ৩৩% | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: অফিস সুপার পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ১৪ | ষ্টেনোগ্রাফার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ১০০ ও ৩০ শব্দ এবং বাংলায় ৮০ ও ২৫ শব্দ যথাক্রমে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিং স্পীডসহ গ্রাজুয়েট। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৫ | রাজস্ব পরিদর্শক | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি, পাশ (অন্ততঃ পক্ষে ২য় বিভাগ)। |
| ১৬ | এল-ডিএ-কাম-টাইপিষ্ট | সরাসরি নিয়োগ। ৮০% পদোন্নতি ২০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি পাশসহ প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ৩০ শব্দ এবং বাংলায় ২৫ শব্দ এর টাইপিং স্পীড। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | এইচ, এস, সি, পাশসহ চতুর্থ গ্রেডের পদে ২ বৎসরের চাকুরী। প্রতি মিনিটে ইংরেজ, ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দের টাইপিং স্পীড। |
| ১৭ | কমটোমিটার অপারেটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি, পাশ। কমটোমিটার মেশিন অপারেশনের দক্ষ এবং এই লাইনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। |
| ১৮ | এল-ডিএ-কাম-ক্যাশিয়ার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | এইচ, এস, সি, (বাণিজ্য)। |
| ১৯ | এম, এল, এস, এস | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | ৮ম শ্রেণী পাশ। |

তফসিল

[প্রবিধান ২(ঙ) দ্রষ্টব্য]

অংশ 'গ'

| ক্রমিক নং। | পদের নাম | নিয়োগের পদ্ধতি সরাসরি নিয়োগ/ পদোন্নতি/প্রেষণে/ বদলী। | সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা। | নিয়োগের যোগ্যতা | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
| ১ | প্রধান প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ/প্রেষণে। | অনূর্ধ্ব ৪৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : | অর্থনীতি/প্রকৌশল/লোক প্রশাসন/এম, বি, এ, বাণিজ্যে ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ কমপক্ষে ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। এস, এস, সি, হইতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে প্রতিটিতে ২য় শ্রেণী থাকিতে হইবে এবং প্রশিক্ষক হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | উর্দ্ধতন প্রশিক্ষক হিসাবে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | প্রেষণের ক্ষেত্রে : | অনুরূপ বা সমপদে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| ২ | (ক) উর্দ্ধতন প্রশিক্ষক (প্রকৌশল) | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | অনূর্দ্ধ ৪০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : | ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি, সি, এস ডিগ্রী অথবা সমমানের ডিগ্রী। প্রশিক্ষক হিসাবে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: বি, এস, সি, ইনজিনিয়ারিং বা সমমানের ডিগ্রী। প্রশিক্ষক (প্রকৌশল) হিসাবে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| | (খ) উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক (প্রশাসন ও অর্থ) | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | অনূর্ধ ৪০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: অর্থনীতি/লোক প্রশাসন/বাণিজ্য/ব্যবসা প্রশাসনে ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। প্রশিক্ষক হিসাবে ৭ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: প্রশিক্ষক (প্রশাসন ও অর্থ) হিসাবে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ৩ | (ক) প্রশিক্ষক (প্রকৌশল) | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: ইনজিনিয়ারিং-এ বি, এস, সি, ডিগ্রী অথবা সমমানের ডিগ্রী। প্রশিক্ষক হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| | (খ) প্রশিক্ষক (প্রশাসন ও অর্থ) | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: অর্থনীতি/লোক প্রশাসন/বাণিজ্য/ব্যবসা প্রশাসনে ২য়শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। প্রশিক্ষক হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |

তফসিল

[ প্রবিধান ২(জ) দ্রষ্টব্য ]

অংশ ঘ

| ক্রমিক নং। | পদের নাম, | নিয়োগের পদ্ধতি সরাসরি নিয়োগ/ পদোন্নতি/প্রেষণে/ বদলী। | সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স সীমা। | নিয়োগের যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | সচিব। | পদোন্নতি/প্রেষণে | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: উপ-সচিব পদে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১ম শ্রেণীর পদে ১৫ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।<br>প্রেষণের ক্ষেত্রে: অনুরূপ বা সমপদে/কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| ২ | উপ-সচিব। | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: সহ-সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/লেবার এন্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ৩ | সহ-সচিব। | সরাসরি: ৬৭% নিয়োগ<br>পদোন্নতি: ৩৩% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী।<br>পদোন্নতির ক্ষেত্রে: অফিস সুপার হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরীসহ ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। |
| ৪ | অফিস তত্ত্বাবধায়ক, | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: ইউ, ডি, এ, হিসাবে ১০ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | ইউ, ডি, এ | সরাসরি ৫০% নিয়োগ : পদোন্নতি : ৫০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : স্নাতক ডিগ্রী।<br>পদোন্নতির ক্ষেত্রে : এল-ডিএ-কাম-টাইপিষ্ট/রাজস্ব পরিদর্শক পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ৬ | এল-ডি-এ-কাম-টাইপিষ্ট | সরাসরি ৮০% নিয়োগ : পদোন্নতি : ২০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : এইচ, এস, সি, পাশ সহ প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ৩০ শব্দ এবং বাংলায় ২৫ শব্দের টাইপিং স্পীড।<br>পদোন্নতির ক্ষেত্রে: এইচ, এস, সি, পাশ চতুর্থ গ্রেডের পদে ২ বৎসরের চাকুরী। প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দের টাইপিং স্পীড। |
| ৭ | লেবার এন্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার। | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : অনার্সসহ ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। |
| ৮ | আইন কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ ৪০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : ১০ বৎসরের প্রাকটিসিং অভিজ্ঞতাসহ এম, এ, এল, এল, বি।<br>অথবা<br>৫ বৎসরের প্রাকটিসিং অভিজ্ঞতাসহ বার-এ্যাট-ল। |
| ৯ | সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার | পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ। | অনূর্ধ ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ এম, বি, বি, এস। বিদেশ হইতে ফেলো/মেম্বারশীপ সার্টিফিকেটধারীদের বেলায় ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য।<br>পদোন্নতির ক্ষেত্রে : মেডিক্যাল অফিসার পদে ৮ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ১০ | মেডিক্যাল অফিসার | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : ২ বৎসরের প্রাকটিসিং অভিজ্ঞতাসহ এম, বি, বি, এস। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | মেডিক্যাল সহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: মেডিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স পাশ। |
| ১২ | ডেপুটি চীফ | পদোন্নতি/প্রেষণে | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: অর্থনীতিবিদ/সহকারী প্রধান (প্ল্যানিং) হিসাবে ৭ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী।<br>প্রেষণের ক্ষেত্রে: অনুরূপ বা সমমানের পদে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| ১৩ | অর্থনীতিবিদ/ সহকারী প্রধান। | পদোন্নতি | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: প্ল্যানিং অফিসার হিসাবে ৪ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ১৪ | প্ল্যানিং অফিসার | পদোন্নতি | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: গবেষণা কর্মকর্তা হিসাবে ৩ বৎসরের চাকুরী। |
| ১৫ | গবেষণা কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ: ৬৭% পদোন্নতি: ৩৩% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়সসীমা। | সরাসরি নিয়োগ: অনার্সসহ অর্থনীতি/অংক/পরিসংখ্যানে ২য় শ্রেণীর এম, এ,/এম, এস, সি।<br>পদোন্নতির ক্ষেত্রে: পরিসংখ্যান সহকারী পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ১৬ | পরিসংখ্যান সহকারী | সহকারী নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়সসীমা। | সরাসরি নিয়োগ: অর্থনীতি/পরিসংখ্যানে সম্মানসহ স্নাতক অংক/সমাজবিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী। |
| ১৭ | সিনিয়র অডিট অফিসার | পদোন্নতি | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: অডিট অফিসার হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষ-জনক চাকুরী। |
| ১৮ | অডিট অফিসার | সরাসরি নিয়োগ: ৫০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় | সরাসরি নিয়োগ: ২য় শ্রেণীর এম, কম। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | পদোন্নতি: ৫০% | নির্ধারিত বয়সসীমা। | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | অডিটর পদে ১০ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ১৯ | অডিটর | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। |
| ২০ | ভূমি কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ/ প্রেষণে। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: | ভূমি রিকুইজিশন/একুইজিশন কাজে দক্ষ এবং এই লাইনে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সহ গ্রাজুয়েট। মাষ্টার ডিগ্রীধারীদের বেলায় অভিজ্ঞতা ২ বৎসরের শিথিলযোগ্য। |
| | | | | প্রেষণের ক্ষেত্রে: | অনুরূপ বা সমমানের পদে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| ২১ | নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা। | পদোন্নতি/ সরাসরি নিয়োগ। | অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: | গ্রাজুয়েট। সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থায় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা/সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অনারারী কমিশন অফিসারদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিলযোগ্য। |
| | | | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে: | সহকারী নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ২২ | সহকারী নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা। | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: | সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। জে, সি, ও, পদের প্রাক্তন সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিলযোগ্য। |
| ২৩. | ম্যাজিস্ট্রেট। | সরকার হইতে প্রেষণে নিয়োজিত। | | | |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৪ | জনসংযোগ কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : | সাংবাদিকতায় ২য় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী। জনসংযোগ কাজে অথবা খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদ পত্রে সাংবাদিকতায় ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| ২৫ | ক্রীড়া কর্মকর্তা | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ : | সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া কর্মকর্তা হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সহ গ্রাজুয়েট। |
| ২৬ | লাইব্রেরীয়ান | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কতৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | পাঠাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাসহ গ্রাজুয়েট। লাইব্রেরীর কাজে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| ২৭ | লিয়াজোঁ সহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | যোগাযোগ কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রাজুয়েট। |
| ২৮ | রেকর্ড কিপার | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | নথি সরবরাহকারী পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ২৯ | নথি সরবরাহকারী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | এস, এস, সি, পাশ। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ফটোমেশিন অপারেটর | পদোন্নতি | | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | এস, এস, সি পাশ। ফটোমেশিন পরিচালনায় ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। |
| ৩১ | হেড গার্ড/গার্ড কমাণ্ডার | সরাসরি : ২০%<br>পদোন্নতি: ৮০% | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ :<br>পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী সেনাবাহিনী/আনসার এর প্রাক্তন সদস্য।<br>গার্ড পদে ৫ বৎসরের সন্তোষজনক চাকুরী। |
| ৩২ | গার্ড | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ এবং সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। |
| ৩৩ | গেষ্টেনার অপারেটর | পদোন্নতি | .. | পদোন্নতির ক্ষেত্রে : | ৮ম শ্রেণী পাশ। গেষ্টেনার মেশিন পরিচালনায় ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। |
| ৩৪ | এম, এল, এস, এস | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। |
| ৩৫ | মালী | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ: | ৮ম শ্রেণী পাশ। বাগান রচনায় অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। |
| ৩৬ | ক্লিনার (ড্রাই এণ্ড ওয়েট) | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়স সীমা। | সরাসরি নিয়োগ : | ৮ম শ্রেণী পাশ। |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ | ষ্টেনোগ্রাফার (পি, এ) | সরাসরি নিয়োগ | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর | সরাসরি নিয়োগ: ইংরেজীতে শর্টহ্যাণ্ড প্রতি মিনিটে ১০০ ও টাইপিং-এ ৩৫ শব্দ এবং বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড প্রতি মিনিটে ৮০ ও টাইপিং-এ ২০ শব্দসহ গ্রাজুয়েট। ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। |
| ১৮ | গাড়ী চালক | সরাসরি নিয়োগ | সরকার কর্তৃক অনুরূপ পদের জন্য সময় সময় নির্ধারিত বয়সসীমা। | সরাসরি নিয়োগ: ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ ৮ম শ্রেণী পাশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। |

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
আনকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।